115

তারিখ 26 JUL 1997
পৃষ্ঠা 4 কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

এক শ্রেণীর শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়িয়ে টুপাইস কামাচ্ছে

সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান বহুলাংশে কমে গেছে

রাজবাড়ী থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ জেলা সদর রাজবাড়ীর সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষার মান বহুলাংশে কমে গেছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী শিক্ষক ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের চেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসেই কয়েক শিফটে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পাঠদানে সদা ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বার্থন্বেষী কতিপয় শিক্ষক ক্লাসে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিলেবাস সম্পন্ন না করে আর্থিক সুবিধা লাভের আশায় কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ার জন্যে উৎসাহী করে টুপাইস কামিয়ে নিচ্ছে। জানা গেছে, বার্ষিক পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাইয়ে দেয়াসহ পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা দিয়ে এরা গোটা ছাত্র সমাজকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে না কিংবা পড়ার আর্থিক সঙ্গতি নেই তাদের কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় আদর্শ মহিলা কলেজের কয়েকজন ছাত্রী উক্ত কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে এ অভিযোগ করেছে যে, ইংরেজী বিষয়ের জনৈক শিক্ষক চলতি (১৯৯৭) বছর অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজী পরীক্ষার দিন তার কাছে প্রাইভেট পড়া ছাত্রীদের বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছে। অন্যান্য ছাত্রীরা এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলেও কোনো ফল হয়নি বলে জানা গেছে। ছাত্রীরা আরো জানায় উক্ত শিক্ষক কলেজে বসেই কয়েক শিফটে শতাধিক ছাত্রী পড়িয়ে পরীক্ষার সাজেশনসহ পরীক্ষার দিন বিশেষ সুবিধা করিয়ে দেবেন বলে ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ানোর প্রতি অতি উৎসাহ দেখান। অভিভাবকবৃন্দ এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অবগত করালেও কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি।

বরিশালে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে কোচিং সেন্টারের লোকজন উধাও

বরিশাল ব্যুরো ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে চার লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়ে বরিশাল থেকে একটি কোচিং সেন্টারের লোকজন পালিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি এখনো পুলিশের তদন্তাধীন বলে কোতোয়ালি পুলিশ জানিয়েছে। সম্প্রতি জনৈক ফয়সল তালুকদার ও তার সহযোগী প্রিন্স চট্টগ্রাম থেকে বরিশালের নবগ্রাম রোডের আকন মঞ্জিল নামে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে সেখানে "পাঞ্জরী সাকসেস কোচিং সেন্টার" চালু করে। কথিত ঐ কোচিং সেন্টারের কর্মকর্তাদ্বয় নবম ও দশম শ্রেণীর প্রায় পৌনে ৩শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে তাদের কাছ থেকে ৩ মাসের আগাম ফি বাবদ দেড় হাজার ও পিকনিক বাবদ আরো ১শ' টাকা করে আদায় করে। তারা শহরের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও বিএম কলেজের অনার্স শ্রেণীর ছাত্রদের কোচিং নেয়ার জন্য চুক্তিও করে। ১ জুলাই থেকে কোচিং ক্লাস শুরু করে তারা গত ১১ জুলাই রাতের আঁধারে বরিশাল থেকে পালিয়ে যায়। শত শত ছাত্র-ছাত্রীর এত বিপুল অর্থ নিয়ে পালিয়ে যাবার পরে এখন তাদের অভিবাবক মহল যথেষ্ট অসহায় হয়ে পড়েছে।